দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা 9 কলাম 6

জাবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

■ নিলয় মামুন, জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সরকার ও রাজনীতি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে চার জনের মধ্যে দুইজন নিয়ে আপত্তি তুলেছে যোগ্য প্রার্থীরা। তাদের দাবি অধিকতর ২০জন যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অনিয়মের মাধ্যমে দুইজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক বশির আহমেদ। তার দাবি ভিসির সভাপতিত্বে সিলেকশন বোর্ড যাকে যোগ্য মনে করেছেন তাদেরই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের জন্য একজন সহকারী অধ্যাপক ও তিনজন প্রভাষক নিয়োগের জন্য গত ২৯ আগস্ট মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পরীক্ষা কমিটির সুপারিশে গত রবিবার সন্ধ্যায় সিন্ডিকেট সভায় সহকারী অধ্যাপক পদে শাকিল আহমেদ, প্রভাষক পদে সানোয়ার সিরাজ, কামরুজ্জামান সবুজ ও ইখতিয়ার উদ্দিনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এদের মধ্যে ইখতিয়ার ও কামরুজ্জামানের চেয়ে অধিক যোগ্য (ভালো ফল) প্রার্থী ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় শ্রেণিতে প্রথম এমন সংখ্যা ৫ জন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে যে কোনো একটি প্রথম এমন সংখ্যা ছিল ১৫ জন। এ ছাড়া এদের মধ্যে বিদেশি ডিগ্রি, আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশ ও পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে। তা সত্ত্বেও অনিয়মের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে যোগ্য প্রার্থীদের দাবি।

সূত্র জানায়, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ইখতিয়ার স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে নন থিসিসে (গবেষণা ছাড়া) তৃতীয় এবং সম্মিলিতভাবে তার কোনো অবস্থান নেই। আর স্নাতক শ্রেণিতে তার উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা নেই। বিভাগ থেকে পাস করার পর গত সাত বছরে তিনি কোনরূপ গবেষণা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি পরবর্তীতে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়োগ পান। আর এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক সহকারী অধ্যাপক ও শাখা ছাত্রলীগের সাবেক এক সভাপতি জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কামরুজ্জামান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তবে তিনিও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নন-থিসিস গ্রুপের ছিলেন।

শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আখতার হোসাইন বলেন, বিভাগীয় সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তড়িঘড়ি করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি দেখে মনে হচ্ছে; এখানে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে। আমি মনে করি, এই নিয়োগগুলো প্রতারণার মাধ্যমে কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়াই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিভাগে কোনো শিক্ষকেরই দরকার নেই। তারপরও অপ্রয়োজনীয় ভাবে এ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের বিষয়ে বিভাগীয় সভাপতি বশির আহমেদ বলেন, ভিসির সভাপতিত্বে সিলেকশন বোর্ড যাকে যোগ্য মনে করেছে তাদেরই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অনিয়ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা নিয়োগ পায়নি তারাই অনিয়মের মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে।